দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

চট্টগ্রাম ভার্সিটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

ভিসিসহ শিক্ষকদের গ্রুপিং ও ছাত্রদের উস্কানি দানই ঘটনাবলীর জন্য দায়ী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীকে নিয়া গঠিত এক সদস্যের তদন্ত কমিশন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ পর্যালোচনা ও সংশোধন এবং একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছে। কমিশন বলিয়াছে যে, বর্তমান অধ্যাদেশের বিধান এমন যে; ক্যাম্পাসে কোন ভাইস চ্যান্সেলার নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না এবং নিয়োগ লাভের পূর্বেই তাঁহাকে শিক্ষক ও ছাত্রদের কতিপয় গ্রুপের সমর্থন লাভ করিতে হয় এবং অবশেষে

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট

(১ম পৃঃ পর)

তাহারাই তাঁহার প্রশাসনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৯৯০ সালের ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাস সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত এই কমিশন সম্প্রতি সরকারের নিকট উহার রিপোর্ট পেশ করে। গতকাল (মঙ্গলবার) ৩০৪ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনায় একজন ছাত্র নিহত এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ কয়েকজন শিক্ষকও আহত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সাক্ষ্য এবং যে সমস্ত ঘটনার কারণে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সংঘটিত হয় উহা তদন্তের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে। কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্সে কমিশনকে ২২শে ডিসেম্বর ও তৎপরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে বলা হইয়াছিল। কমিশনকে ঐ সময়ে সংঘর্ষ, সন্ত্রাস এবং হত্যা প্রয়াসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করিতে বলা হইয়াছিল। কমিশনকে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে কার্যকর ব্যবস্থার সুপারিশ করিতেও বলা হইয়াছিল।

তদন্ত কমিশন উহার রিপোর্টে এ মর্মে সুপারিশ করিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। কমিশন এতদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ণেরও সুপারিশ করিয়াছে।

কমিশন ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনা এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য ভাইস চ্যান্সেলরসহ শিক্ষকদের গ্রুপিং ও তাহাদের তরফ হইতে ছাত্রদের পরোক্ষ উস্কানিদানকে চিহ্নিত করিয়াছে। শিক্ষকদের ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনাকালে কমিশন বলিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট হইতে 'কোন কিছু' পাওয়ার জন্য তাহাদের ছাত্রদের সমর্থন আদায় বন্ধ করিতে হইবে।

কমিশন ফ্যাকাল্টি ভিত্তিক আবাসিক হল এবং কঠোরভাবে মেধার ভিত্তিতে আসন বন্টনের সুপারিশ করিয়াছে। আঞ্চলিক কোটা এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় সিট বরাদ্দ কঠোরভাবে এড়াইয়া চলারও সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিশন আরও বলিয়াছে যে, আসন বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্রের সঙ্গে 'ডাবলিং' করিয়া থাকার সিষ্টেম কঠোরভাবে এড়াইয়া চলিতে হইবে এবং শুধু নিয়মিত ছাত্রদেরই আবাসিক হলে থাকিতে দিতে হইবে।

প্রকাশিত ক্যাম্পাসের ঘটনাবলীর রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট। প্রচার মাধ্যমে কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রকে নিগ্রহের জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দোষী করিতে চাহিয়াছে কিন্তু ঘটনার অপর পীঠ দেয় নাই। কমিশন শুধুমাত্র ছাত্রদের দায়ী করা ঠিক নয় বরং কমিশনের মতে ঘটনার জন্য শিক্ষকদের গ্রুপিং প্রধানতঃ দায়ী। কমিশন বলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সব সময় নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে। ছাত্র বা শিক্ষক যে কাহারও বিশৃঙ্খলা আচরণের বিরুদ্ধে সময়মত ও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি তাহাদের পক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী বন্ধ করিতে পারেন তবে ২২শে ডিসেম্বরের মত আর কোন ঘটনা ঘটিবে না। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, সংবাদ মাধ্যম আরও নিয়মনিষ্ঠ হইতে পারিত। তাহারা ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনা পক্ষপাতভাবে উপস্থাপন করিয়াছে। তাহারা ঘটনার জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার পিছনে শিক্ষকদের গ্রুপিংই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কমিশন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের ভূমিকাকে বিতর্কিত হিসাবে উল্লেখ করেন। ভাইস চ্যান্সেলর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হয়, ঘটনার জন্য শুধু ছাত্রদের দায়ী করা ঠিক হইবে না।

ঘটনার জন্য শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তা এবং যে সকল শিক্ষক মিছিলে গিয়াছেন তাহারাও দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিকে অস্বাভাবিক আখ্যায়িত করিয়া কমিশনের শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হইলে ছাত্ররা হতাশ হইবে। ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং অন্যান্য অভিযোগের ব্যাপারে কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, এ ব্যাপারটি কমিশনের আওতাধীন নহে। এ ব্যাপারে চ্যান্সেলর একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করিতে পারেন।

কমিশন বলিয়াছে যে, ইউনিয়ন কার্যক্রম শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে এবং অনিয়মিত ছাত্রদের হল বা চাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া চলিবে না।

কমিশনের মতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার মূল কারণ হইতেছে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ত্রুটি। কমিশন আরও বলিয়াছে যে, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলারকে বহাল রাখিয়া ২২শে ডিসেম্বরের ন্যায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়। কমিশন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসনের অভিমতের সঙ্গে একমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে যে, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তবে কমিশন একই সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, যদি ভাইস চ্যান্সেলারকে অপসারণ করা হয় অথবা তিনি পদত্যাগ করেন তাহা হইলে যে সকল ছাত্র ও শিক্ষক তাহার অপসারণ দাবী করিয়াছে তাহারা প্রাধান্য পাইবে, যাহা [illegible] নয়। কমিশনের [illegible]তে প্রচ

৩৮